

সূরা ইবরাহীম ১ম রুকুঃ ১-৬ আয়াত

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّ ۙ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى د : ۱۸  
صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

১. আলিফ-লাম-রা, এ কিতাব, আমরা এটা আপনার প্রতি নাযিল করেছি যাতে আপনি মানুষদেরকে তাদের রবের অনুমতিক্রমে বের করে আনতে পারেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে পরাক্রমশালী, সর্বপ্রশংসিতের পথের দিকে.

এখানে ناس শব্দের অর্থ সাধারণ মানুষ। এতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল যুগের মানুষই বোঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] ظلمات শব্দটি ظلمة এর বহুবচন। এর অর্থ অন্ধকার। এখানে ظلمات বলে কুফর, শির্ক ও মন্দকর্মের অন্ধকারসমূহ আবার কারও কারও মতে, বিদ'আত। অপর কারও মতে, সন্দেহ। পক্ষান্তরে نور বলে ঈমানের আলো বোঝানো হয়েছে। অথবা সুনাত বা ইয়াকীন বা দৃঢ়বিশ্বাস বোঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] ظلمات শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, কুফর ও শির্কের প্রকারভেদ অনেক। অমনিভাবে মন্দকর্মের সংখ্যাও গণনার বাইরে। বিদ'আতের সংখ্যাও অনুরূপভাবে প্রচুর। আর যে সন্দেহ মানব ও জিন শয়তান মানুষের মনে তৈরী করে তা বহু রকমের।

পক্ষান্তরে نور শব্দটি একবচনে আনা হয়েছে। কেননা, ঈমান ও সত্য এক। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি এ গ্রন্থ এ জন্য আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি এর সাহায্যে বিশ্বের মানুষকে কুফর, শির্ক ও মন্দকর্মের অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের রবের আদেশক্রমে ঈমান ও সত্যের আলোর দিকে আনয়ন করেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

“তিনিই তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত নাযিল করেন, তোমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোতে আনার জন্য [সূরা আল-হাদীদঃ ৯] [ইবন কাসীর]

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

অর্থাৎ, আল্লাহই হচ্ছেন মুমিনদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে নিয়ে যান। (সূরা বাক্বারাহ ২৫৭)

এ আয়াতের শুরুতে যে অন্ধকার ও আলোর উল্লেখ করা হয়েছিল, বলাবাহুল্য তা ঐ অন্ধকার ও আলো নয়, যা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যায়। তাই তা ফুটিয়ে তোলার জন্য এ বাক্যে বলা হয়েছে যে, ঐ আলো হচ্ছে আল্লাহর পথ। যে সুস্পষ্ট পথ আল্লাহ মানুষের চলার জন্য প্রবর্তন করেছেন। যে পথে যেতে এবং যে পথে প্রবেশ করতে তিনি মানুষদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। [ফাতহুল কাদীর] এস্থলে আল্লাহ শব্দটি পরে এবং তার আগে তার দুটি গুণবাচক নাম عزیز ও حميد উল্লেখ করা হয়েছে। عزیز শব্দের অর্থ শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত

এবং حميد শব্দের অর্থ ঐ সত্তা, যিনি প্রশংসার হকদার হওয়ার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ। [ফাতহুল কাদীর]। তিনি তার যাবতীয় কাজ, কথা, শরীআত, নির্দেশ, ও নিষেধের ক্ষেত্রে প্রশংসিত এবং তাঁর যাবতীয় নির্দেশের ক্ষেত্রে সত্যবাদী। [ইবন কাসীর] আল্লাহর এ দুটি গুণবাচক নাম আসল নামের পূর্বে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ পথ পথিককে যে সত্তার দিকে নিয়ে যায়, তিনি প্রবল পরাক্রান্ত এবং প্রশংসার হকদার হওয়ার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ। ‘হামীদ’ শব্দটির অপর অর্থ, প্রত্যেকের মুখেই তাঁর প্রশংসা, সকল স্থানে ও সকল অবস্থায় তিনি সম্মানিত। [ফাতহুল কাদীর] হামীদ শব্দটি ‘মাহমুদ’ (প্রশংসিত)-এর সমার্থক হলেও উভয় শব্দের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। কাউকে মাহমুদ তখনই বলা হবে যখন তার প্রশংসা করা হয়েছে বা হয়। কিন্তু “হামীদ” বললে বুঝা যাবে কেউ তার প্রশংসা করুক বা না করুক সে নিজেই প্রশংসার অধিকারী ও যোগ্য। এখানে প্রশংসিত, প্রশংসার যোগ্য ও প্রশংসা লাভের হকদার ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে এ শব্দটির পূর্ণ অর্থ প্রকাশ হয় না।

তারপর এই যে, বলা হয়েছে “যাতে তুমি এদেরকে রবের অনুমতিক্রমে আল্লাহর পথে নিয়ে এসো” এ উক্তির মধ্যে আসলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোন প্রচারক, তিনি নবী হলেও, সঠিক পথ দেখিয়ে দেয়া ছাড়া তিনি আর বেশী কিছু করতে পারেন না। এটা পুরোপুরি আল্লাহর দেয়া সুযোগ ও সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে। আল্লাহ কাউকে সুযোগ দিলে সে হেদায়াত লাভ করতে পারে। নয়তো নবীর মতো সফল ও পূর্ণ শক্তিদ্বারা প্রচারকও নিজের সকল শক্তি নিয়োগ করেও তাকে হেদায়াত দান করতে পারেন না। আর আল্লাহর সুযোগ দান সম্পর্কে বলা যায়, এর একটি স্বতন্ত্র বিধান রয়েছে। কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এটি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত লাভের সুযোগ একমাত্র সেই ব্যক্তি পায় যে নিজেই হেদায়াতের প্রত্যাশী হয়, জিদ, হঠকারিতা ও হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত থাকে, নিজের প্রবৃত্তি ও কামনা বাসনার দাস হয় না, পরিষ্কার খোলা চোখে দেখে সজাগ ও সতর্ক কানে শোনে, মুক্ত সুস্থ ও পরিষ্কার মস্তিষ্কে চিন্তা করে এবং যুক্তিসঙ্গত কথাকে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্বের আশ্রয় না নিয়ে মেনে নেয়।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

{ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ } [القصص: 56]

অর্থাৎ, [আল্লাহ তাআলা নবিকে বলতেছেন] আপনি যাকে পছন্দ করেন তাকে হেদায়াত দান করতে পারবেন না; বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন। তিনি ভালো জানেন কারা হেদায়াতপ্রাপ্ত। [কাসাস : ৫৬]

আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা করতে পারেন। কিন্তু তিনি এ দুনিয়াকে একটি সিস্টেমের মধ্য দিয়ে পরিচালনা করেন। কে হেদায়াত পাবে আর কে হেদায়াত পাবে না তারও একটি নীতি রেখেছেন।

এ বিষয়টি তিনি কুরআনের আরেক আয়াতে বলেছেন,

{ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِىْنَا لَنُهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ } [العنكبوت: 69]

অর্থাৎ, যার আমার পথে চেষ্টা করবে আমি নিশ্চয় নিশ্চয় তাদেরকে পথ দেখাব। [আনকাবুত : ৬৯]

এবার আসা যাক আবু তালেব কেন হেদায়াত পেল না। আমরা জানি আবু তালেবকে রাসূল সা. শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দাওয়াত দিয়েছেন, কিন্তু সে তাঁর দাওয়াতে সাড়া দেয়নি; বরং নিজ বংশের লোকরেদ কথার উপরই অটল থেকেছেন। মোটকথা তিনি নিজের থেকে হেদায়াত পাওয়ার চেষ্টা করেননি, তাই আল্লাহ তাআলাও তাকে হেদায়াত দেননি।

اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۚ ۛ : ۛ

২. আল্লাহর পথে—আসমানসমূহে যা কিছু রয়েছে ও যমীনে যা কিছু রয়েছে তা তাঁরই। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ

মালিক হিসেবেও এগুলো তাঁর, দাস হিসেবেও এরা তাঁরই দাস, উদ্ভাবক হিসেবেও তিনিই এগুলোর উদ্ভাবক, আর স্রষ্টা হিসেবেও তিনিই তাদের স্রষ্টা। [কুরতুবী] আয়াতের অন্য অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ আসমান ও যমীনের সবকিছু যার, তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। [কুরতুবী]

ويل শব্দের অর্থ কঠোর শাস্তি ও বিপর্যয়। অথবা শাস্তি ও ধ্বংসের জন্য ব্যবহৃত বাক্য। [কুরতুবী] অর্থ এই যে, যারা কুরআনরূপী নেয়ামত অস্বীকার করে এবং অন্ধকারেই থাকতে পছন্দ করে, তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস ও বিপর্যয়, ঐ কঠোর আযাবের কারণে যা তাদের উপর আপতিত হবে। [ফাতহুল কাদীর]

الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَىٰ الْأٰخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۗ ۛ : ۛ  
أُولَٰئِكَ فِي ضَلٰلٍۭ بَعِيدٍ ۗ

৩. যারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাত থেকে অধিক ভালবাসে এবং মানুষকে ফিরিয়ে রাখে আল্লাহর পথ থেকে, আর আল্লাহর পথ বাঁকা করতে চায়; তারাই ঘোর বিভ্রান্তিতে নিপতিত।

অন্য কথায় যারা শুধুমাত্র দুনিয়ার স্বার্থ ও লাভের কথাই চিন্তা করে, আখেরাতের কোন পরোয়া করে না।

এখানে দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা না থাকার কথা বলা হয়নি কিন্তু এটার একটি সীমাবদ্ধতা জানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ। আখেরাতের তুলনায় বেশি হওয়া যাবে না। মূল লক্ষ্য আখেরাতের সফলতা, এই চিন্তার প্রতি ভালোবাসা হবে অনেক বেশী দুনিয়ার প্রাপ্তির চেয়ে।

যারা বৈষয়িক লাভ, স্বাদ ও আরাম-আয়েশের বিনিময়ে আখেরাতের ক্ষতি কিনে নিতে পারে কিন্তু আখেরাতের সাফল্য ও সমৃদ্ধির বিনিময়ে দুনিয়ার কোন ক্ষতি, কষ্ট ও বিপদ এমনকি কোন স্বাদ থেকে বঞ্চিত হওয়াও বরদাশত করতে পারে না। যারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের পর্যালোচনা করে ধীরে ও সুস্থ মস্তিষ্কে দুনিয়াকে বেছে নিয়েছে এবং আখেরাতের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, তার স্বার্থ যেসব ক্ষেত্রে দুনিয়ার স্বার্থের সাথে সংঘর্ষশীল হবে সেসব ক্ষেত্রে তাকে ত্যাগ করে যেতে থাকবে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "শীঘ্রই অন্যান্য জাতিগুলো তোমাদের বিরুদ্ধে একে অপরের প্রতি আহ্বান জানাবে, যেমন লোকেরা একটি কাস-আ (অর্থাৎ, একটি বড় খালা) থেকে খাওয়ার জন্য একে অপরকে ডাকে।"

সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন: "হে আল্লাহর রাসূল, তখন কি আমরা সংখ্যায় কম থাকব?"

তিনি (ﷺ) উত্তর দিলেন: "না, তোমরা তখন সংখ্যায় অনেক হবে, কিন্তু তোমরা 'গুসা' হবে - (অর্থাৎ, পানির উপরিভাগের ফেনা)।"

আর আল্লাহ তাআলা তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় দূর করে দেবেন এবং তোমাদের অন্তরে 'ওয়াহন' স্থাপন করবেন।

সাহাবীরা বললেন: "ওয়াহন কী, হে আল্লাহর রাসূল?"

তিনি বললেন: "দুনিয়ার জীবনের প্রতি ভালোবাসা এবং মৃত্যুর প্রতি ঘৃণা।"

[আহমাদ ২১৪৯৭ এবং আবু দাউদ ৪২৯৭-এ বর্ণিত। ইমাম আলবানী 'আস-সাহীহাহ' নম্বর: ৪১৪৩-এ এটিকে সহীহ বলেছেন]

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী কারীম (ছাঃ) বলেছেন, আদম সন্তান বৃদ্ধ হয় এবং দুইটি জিনিস তার মধ্যে জওয়ান হয়- সম্পদের প্রতি মোহ এবং দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্ক্ষা (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৭০)।

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল ছাঃ 'একটি চতুর্ভুজ আঁকলেন এবং এর মাঝখানে একটি রেখা টানলেন যেটি চতুর্ভুজের বাইরে চলে গেল। তারপর দু' পাশ দিয়ে মাঝের রেখার সাথে ভিতরের দিকে কয়েকটা ছোট ছোট রেখা মেলালেন এবং বললেন, এ মাঝামাঝি রেখাটা হল মানুষ। আর চতুর্ভুজটি হল তার মৃত্যু; যা তাকে ঘিরে রেখেছে। আর বাইরের দিকে বর্ধিত রেখাটি হ' ল তার আশা-আকাঙ্ক্ষা। আর ছোট ছোট রেখাগুলো নানা রকম বিপদাপদ। যদি সে এর একটাকে এড়িয়ে যায়, তবে অন্যটা তাকে আক্রমণ করে। আর অন্যটাকেও যদি এড়িয়ে যায়, তবে পরবর্তী অন্য একটি তাকে আক্রমণ করে। বুখারী হা/৬৪১৭; মিশকাত হা/২৬৮।

ইবন আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি উমর (রাঃ)-এর কাছে এসে ভিক্ষা প্রার্থনা করল। তার শরীরে অভাবের কোন চিহ্ন আছে কি-না তা নিরীক্ষা করতে তিনি একবার তার মাথার দিকে চাইলেন, আরেকবার দু' পায়ের দিকে চাইলেন। তারপর বললেন, তোমার সম্পদ কী পরিমাণ আছে? সে বলল চল্লিশটা উট। ইবন আববাস একথা শুনে বলে উঠলেন, আল্লাহ ও তার রাসূল সত্য বলেছেন, আদম সন্তানের জন্য যদি দু' টি (সোনার উপত্যকা হয় তবে সে অবশ্যই তৃতীয়টির খোঁজে লাগবে। আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া আর কিছুতেই ভরবে না। তবে যে তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। উমর (রাঃ) একথা শুনে বললেন, এটা কী? আমি বললাম, এমনি করে আমাকে উবাই পড়িয়েছেন। তিনি বললেন, তাকে আমাদের এখানে আসতে হুকুম দাও। অনন্তর উবাই (রাঃ) আমার নিকট এলেন। তিনি বললেন, এ কী বলছে? উবাই (রাঃ) বললেন, এমনিভাবেই তো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে পড়িয়েছেন। আহমাদ হা/২১১৪৯; ইবনু হিব্বান হা/৩২৩৭; ছহীহাহ হা/২৯০৯।

অথচ দুনিয়ার জীবন কতটা তুচ্ছ তা হাদীস থেকে জানি---

জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.)একটি কান কাটা মৃত বকরীর বাচ্চার নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে বললেন, ‘তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে এটাকে এক দিরহামের বিনিময়ে নিতে পসন্দ করবে? তারা বললেন, আমরা তো এটাকে কোন কিছুর বিনিময়েই নিতে পসন্দ করব না। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! এটা তোমাদের কাছে যতটুকু নিকৃষ্ট, আল্লাহর কাছে দুনিয়া (এবং তার সম্পদ) এর চাইতেও অধিক নিকৃষ্ট’ (মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৫৭)।

মুস্তাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি আল্লাহর কসম! পরকালের তুলনায় দুনিয়ার উদাহরণ হ’ ল যেমন তোমাদের কেউ সাগরের মধ্যে নিজের একটি আঙ্গুল ডুবানোর পর লক্ষ্য করে দেখুক আঙ্গুল কি পরিমাণ পানি নিয়ে আসল (মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৫৬)। অত্র হাদীছে বুঝানো হয়েছে আঙ্গুলের পানি এবং সাগরের পানি কম-বেশ হওয়ার ব্যাপারে তুলনা যেমন ইহকাল ও জান্নাতের তুলনা তেমন।

৭১৫৪। সুওয়ায়দ ইবনু সাঈদ (রহঃ) ... আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ বান্দাগণ বলে, আমার মাল আমার মাল। অথচ তিনটিই হল তার মাল, যা সে ভক্ষণ করল এবং শেষ করে দিল। অথবা যা সে পরিধান করল এবং পুরাতন করে দিল। কিংবা যা সে দান করল এবং সঞ্চয় করল। এ ছাড়া বাকীগুলো শেষ হয়ে যাবে এবং মানুষের জন্য রেখে যেতে হবে।সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

৭১৫৫। ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া ও যুহায়র ইবনু হারব (রহঃ) ... আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তিনটি বস্তু মৃত ব্যক্তির সঙ্গীরূপে তার সাথে যায়। দুটি তো ফিরে আসে এবং একটি (তার সঙ্গে) থেকে যায়। সঙ্গে গমন করে আত্মীয় স্বজন ধন-সম্পদ এবং তার আমল। তার জাতি গোষ্ঠী ও মাল-দৌলত ফিরে আসে আর থেকে যায় শুধু আমল।সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

অন্য একটি হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন

‘আমি তিনটি বিষয়ে শপথ করছি এবং সেগুলোর ব্যাপারে তোমাদেরকে বলছি। তোমরা এগুলো মনে রাখবে। তিনি বলেন, দান-খায়রাত করলে কোন বান্দার সম্পদ হ্রাস পায় না। কোন বান্দার উপর যুলুম করা হলে এবং সে তাতে ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ তা’আলা অবশ্যই তার সম্মান বাড়িয়ে দেন। কোন বান্দা ভিক্ষার দরজা খুললে অবশ্যই আল্লাহ তা’আলাও তার অভাবের দরজা খুলে দেন অথবা তিনি অনুরূপ কথা বলেছেন। আমি তোমাদেরকে একটি কথা বলছি, তোমরা তা মুখস্থ রাখবে। তারপর তিনি বলেন, চার প্রকার মানুষের জন্য এই পৃথিবী। আল্লাহ তা’আলা যে বান্দাহকে ধন-সম্পদ ও ইলম (জ্ঞান) দিয়েছেন, আর সে এই ক্ষেত্রে তার প্রভুকে ভয় করে, এর সাহায্যে আত্মীয়দের সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করে এবং এতে আল্লাহ তা ‘আলারও হক আছে বলে সে জানে, সেই ইমানদার মর্যাদা সর্বোচ্চ। আরেক বান্দা, যাকে আল্লাহ তা ‘আলা ইলম দিয়েছেন কিন্তু ধন-সম্পদ দেননি, সে সৎ নিয়তের (সংকল্পের) অধিকারী। সে বলে, আমার ধন-সম্পদ থাকলে আমি অমুক অমুক ভালো কাজ করতাম। এই ধরনের লোকের মর্যাদা তার নিয়ত মোতাবেক নির্ধারিত হবে। এ দু’ জনেরই ছওয়ার সমান সমান হবে। আরেক বান্দা, আল্লাহ তা’আলা তাকে ধন-সম্পদ প্রদান করেছেন কিন্তু ইলম দান করেননি। আর সে ইলমহীন (জ্ঞানহীন) হওয়ার কারণে তার সম্পদ স্বীয় প্রবৃত্তির চাহিদা মতো ব্যয় করে। সে ব্যক্তি এ বিষয়ে তার রবকেও ভয় করে না এবং আত্মীয়দের সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহারও করে না।

আর এতে যে আল্লাহ তা ‘আলার হক্ রয়েছে তাও সে জানে না। এই লোক সর্বাধিক নিকৃষ্ট স্তরের লোক।  
অপর এক বান্দা, যাকে আল্লাহ তা‘আলা ধন-সম্পদও দান করেননি, ইলমও দান করেননি। সে বলে, আমার  
যদি ধন-সম্পদ থাকত তাহলে আমি অমুক অমুক ব্যক্তির ন্যায় (প্রবৃত্তির বাসনামতো) কাজ করতাম। তার  
নিয়ত মোতাবেক তার স্থান নির্ধারিত হবে। অতএব, এদের দু’ জনের পাপ হবে সমান সমান। তিরমিযী  
হা/২৩২৫; মিশকাত হা/৫২৮৭; ছহীহুত তারগীব হা/১৬৮৬৯। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন--

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا - وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাক। অথচ আখিরাত উত্তম ও চিরস্থায়ী। (আ ‘লা ১৬-১৭)।

أَلْهَاكُمْ النَّكَاثِرُ - حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ - كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ - ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ - كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ  
لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ - ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ - ثُمَّ لَتَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

পরস্পর ধন-সম্পদের অহংকার তোমাদেরকে আত্মভোলা করে রাখে। যতক্ষণ না তোমরা কবরসমূহে উপস্থিত  
হচ্ছ। এটা কখনও ঠিক নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে; অতঃপর, এটা কখনও ঠিক নয়, শীঘ্রই তোমরা  
এটা জানতে পারবে। সাবধান! যদি তোমরা নিশ্চিত জ্ঞান দ্বারা অবহিত হতে (তবে এমন কাজ করতে না)।  
তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে। এটা কখনও নয়, তোমরা এটা চাক্ষুষ প্রত্যয়ে দেখবেই, এরপর অবশ্যই  
সেদিন তোমাদেরকে সুখ ও সম্পদ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে (তাকাছুর ১-৮)।

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ .

তারা দুনিয়ার বাহ্যিক দিক খুব ভাল জানে। কিন্তু আখেরাতের ব্যাপারে গাফেল। -সূরা রুম (৩০) : ৭

তারা দুনিয়ার বাহ্যিক দিক খুব ভাল করে জানে। এখানে ‘যহিরান’ মানে, যা প্রকাশ্য। সবাই এটা দেখে।  
‘হয়াতুদ দুনিয়া’ মানে দুনিয়ার হয়াত বা দুনিয়ার জীবন। বড় বাড়ি, রাস্তা-ঘাটসব দেখা যায়। অথচ  
আখেরাত কত ভালো, কত সুন্দর।

“যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবন ও তার জৌলুস কামনা করে, আমি সেখানে তাদেরকে তাদের আমলের ফল  
পুরোপুরি দিয়ে দেই এবং সেখানে তাদেরকে কম দেয়া হবে না। এরাই তারা, আখিরাতে যাদের জন্য আগুন  
ছাড়া আর কিছুই নেই এবং তারা সেখানে যা করে তা বরবাদ হয়ে যাবে আর তারা যা করত, তা সম্পূর্ণ  
বাতিল” । [সূরা হুদ, আয়াত: ১৫, ১৬]

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘টাকা-পয়সার পূজারীরা ধ্বংস হোক। পোষাক বিলাসী ধ্বংস  
হোক। তাকে দিতে পারলে খুশী হয়, না দিতে পারলে রাগান্বিত হয় (বুখারী, মিশকাত হা/৫১৬১)।

আমর ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সম্পর্কে  
দরিদ্রতার ভয় করি না; কিন্তু আমি ভয় করি যে, তোমাদের উপর দুনিয়াকে প্রশস্ত করে দেওয়া হবে যেমন  
প্রশস্ত করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর। আর তোমরা তা লাভ করার জন্য ঐরূপ প্রতিযোগিতা  
করবে যে রূপ তারা প্রতিযোগিতা করেছিল। ফলে তা তোমাদেরকে ধ্বংস করবে যে রূপ তাদেরকে ধ্বংস  
করেছিল (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৬৩)।

ইবনে মাসউদ (রাঃ) নবী (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন আদম সন্তানের পদদ্বয় একটুও নড়তে পারবে না যে পর্যন্ত না তার নিকট হতে পাঁচটি বিষয়ের উত্তর চাওয়া হবে। (১) তার বয়স সম্পর্কে-সে তা কি কাজে ব্যয় করেছে? (২) তার যৌবন সম্পর্কে- সে তা কি কাজে ক্ষয় করেছে? (৩) তার মাল-সম্পদ সম্পর্কে-সে তা কোথায় থেকে উপার্জন করেছে? (৪) আর তা কোথায় ব্যয় করেছে? (৫) এবং যেই ইলম হাসিল করেছিল তা অনুযায়ী কি আমল করেছে? (তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৯৭)।

করনীয়—

৭১৬১। যুযায়র ইবনু হারব (অন্য সনদে) আবু কুরায়ব (অন্য সনদে) আবু বকর ইবনু আবু শায়বা (রহঃ) ... আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের তুলনায় নিম্নস্তরের লোকদের প্রতি নযর কর। তবে তোমাদের তুলনায় উপরের স্তরের লোকদের প্রতি নযর করো না। কেননা আল্লাহর নিয়ামতকে তুচ্ছ না ভাবার এটাই উত্তম পন্থা। সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, সে ব্যক্তিই সফলকাম হয়েছে, যে ইসলাম গ্রহণ করল এবং তাকে প্রয়োজনমত রিয়ক প্রদান করা হল এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট রেখেছেন (মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৬৫)।

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহ তা ‘আলা বলেন, হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য তুমি তোমার অন্তরকে খালি করে নাও। আমি তোমার অন্তরকে অভাব-মুক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিব এবং তোমার দরিদ্রতার পথ বন্ধ করে দিব। আর যদি তা না কর, তবে আমি তোমার হাতকে (দুনিয়ার) ব্যস্ততায় পূর্ণ করে দিব এবং তোমার অভাব মিটাবো না’ (আহমাদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫১৭২)।

আলী (রাঃ) বলেন, দুনিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যাচ্ছে, আর আখেরাত সম্মুখে আসছে। আর তাদের প্রত্যেকটির সন্তানাদি রয়েছে। তবে তোমরা আখেরাতের সন্তান হও, দুনিয়ার সন্তান হয়ো না। কেননা, আজ আমলের সময়, এখানে কোন হিসাব নেই। আর আগামীকাল হিসাব-নিকাশ হবে, সেখানে কোন আমল নেই (বুখারী, মিশকাত হা/৫২১৫)।

রাসূল সা রিজকের জন্য কিভাবে দু’আ করতেন—

اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا " . وَفِي رِوَايَةٍ عَمْرُو " اللَّهُمَّ ارْزُقْ " .

আবু বকর ইবনু আবু শায়বা, আমর নাকিদ, যুযায়র ইবনু হারব ও আবু কুরায়ব (রহঃ) ... আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ হে আল্লাহ! তুমি নুন্যতম প্রয়োজনীয় পরিমাণকে মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনের জন্য রিয়ক নির্ধারণ কর। আমার বর্ণনায় ارْزُقْ اللَّهُمَّ শব্দটি বর্ণিত আছে।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মিসকীন অবস্থায় জীবিত রাখ, মিসকীন অবস্থায় মৃত্যু দান কর এবং মিসকীনদের দলে হাশর কর। বিবি আয়েশা বললেন, কেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, তারা ধনীদের চলি-শ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হে আয়েশা! কোন মিসকীনকে তোমার দুয়ার হতে (খালি হাতে) ফিরিয়ে দিও না। খেজুরের একটি টুকরা হলেও প্রদান করিও। হে



-- আদম 'আলাইহিস সালাম জগতে প্রথম মানুষ। তিনি তাকেই মানুষের জন্য সর্বপ্রথম নবী মনোনীত করেন। এরপর পৃথিবীর জনসংখ্যা যতই বৃদ্ধি পেয়েছে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন নবীর মাধ্যমে হেদায়াত ও পথ-প্রদর্শনের ব্যবস্থা ততই সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রত্যেক যুগ ও জাতির অবস্থার উপযোগী বিধি-বিধান ও শরীআত নাযিল হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মানব জগতের ক্রমঃবিকাশ যখন পূর্ণত্বের স্তরে উপনীত হয়েছে, তখন সাইয়েদুল আউয়ালীন ওয়াল আখেরীন, ইমামুল আম্বিয়া মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সমগ্র বিশ্বের জন্য রাসূলরূপে প্রেরণ করা হয়েছে।

তাকে যে গ্রন্থ ও শরীআত দান করা হয়েছে, তাতে তাকে সমগ্র বিশ্ব এবং কেয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। এখানে এটা জানা আবশ্যিক যে, এ আয়াতে যদিও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নবীকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছেন কিন্তু অন্য আয়াতে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমস্ত মানুষের জন্যই রাসূল করে পাঠিয়েছেন। কোন জাতির সাথে সুনির্দিষ্ট করে নয়। যেমন,

আল্লাহ বলেন, বলুন হে মানুষ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল। [সূরা আল-আরাফ: ১৫৮]

আরও বলেন, “কত বরকতময় তিনি যিনি তার বান্দার উপর ফুরকান নাযিল করেছেন, সৃষ্টিজগতের জন্য সতর্ককারী হতে।” [সূরা আল-ফুরকান: ১]

আরও বলেন, “আর আমরা তো আপনাকে সমগ্র মানুষের জন্যই সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।” [সূরা সাবা: ২৮] ইত্যাদি আয়াতসমূহ।

১০৭. وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ১০৭ : ২১  
আর আমরা তো আপনাকে সৃষ্টিকুলের জন্য শুধু রহমতরূপেই পাঠিয়েছি। সূরা আম্বিয়াঃ ১০৭

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত জাবেরের রিওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্ববর্তী কোন পয়গম্বরকে দান করা হয়নি।

(এক) আল্লাহ তা' আলা আমাকে ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় দান করার মাধ্যমে সাহায্য করেছেন। ফলে এক মাসের দূরত্ব পর্যন্ত লোকজনকে আমার ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় আচ্ছন্ন করে রাখে।

(দুই)—আমার জন্য সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকে মসজিদ ও পবিত্র করে দেওয়া হয়েছে।

(তিন)—আমার জন্য যুদ্ধ সম্পদ হালাল করা হয়েছে। আমার পূর্বে কোন উম্মতের জন্য এরূপ সম্পদ হালাল ছিল না।

(চার)—আমাকে মহাসুপারিশের মর্যাদা দান করা হয়েছে

(পাঁচ)—আমার পূর্বে প্রত্যেক পয়গম্বর তাঁর বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হতেন। আমাকে বিশ্বের সকল সম্প্রদায়ের প্রতি পয়গম্বর করে প্রেরণ করা হয়েছে।

যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত সমস্ত সৃষ্টিকুলের জন্য, প্রতিটি ভাষাভাষির জন্য। প্রতি ভাষাভাষির কাছে এ বাণী পৌছে দেয়া মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্তব্য। [আদওয়াউল বায়ান] মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন--

আর এভাবে আমরা আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি আরবী ভাষায়, যাতে আপনি মক্কা ও তার চারদিকের জনগণকে সতর্ক করতে পারেন এবং সতর্ক করতে পারেন কিয়ামতের দিন সম্পর্কে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। একদল থাকবে জান্নাতে আরেক দল জলন্ত আগুনে। আশ শূরাঃ ৭

আমি একে আরবী ভাষায় কোরআন রূপে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার। [সূরা ইউসুফ: 2]

এ আয়াত এ প্রমাণ বহন করেছে যে, যা দিয়ে আল্লাহর কালাম ও তার রাসূলের সুনাত স্পষ্টভাবে বুঝা যাবে, ততটুকু আরবী ভাষাজ্ঞান প্রয়োজন এবং আল্লাহর কাছেও প্রিয় বিষয়। কেননা এটা ব্যতীত আল্লাহর কাছে যা নাযিল হয়েছে তা জানা অসম্ভব। তবে যদি কেউ এমন হয় যে, তার সেটা শিক্ষা গ্রহণ করার প্রয়োজন পড়ে না যেমন ছোটকাল থেকে এটার উপর বড় হয়েছে এবং সেটা তার প্রকৃতিতে পরিণত হয়েছে তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। কারণ, তখন সে আল্লাহ ও তার রাসূলের বাণী থেকে দীন ও শরীআত গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। যেমন সাহাবায়ে কিরাম গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। [সা' দী]

আল্লাহ তা'আলা মানুষের সুবিধার জন্য নবীগণকে তাদের ভাষায় প্রেরণ করেছেন- যাতে নবীগণ আল্লাহর বিধি-বিধান উত্তমরূপে বুঝিয়ে দেন। কিন্তু হেদায়াত ও পথদ্রষ্টতা এরপরও মানুষের সাধ্যাধীন নয়। আল্লাহ তা'আলাই স্বীয় শক্তিবলে যাকে ইচ্ছা পথদ্রষ্টতায় রাখেন এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দেন। সমগ্র জাতি যে ভাষা বোঝে নবী সে ভাষায় তার সমগ্র প্রচার কার্য পরিচালনা ও উপদেশ দান করা সত্ত্বেও সবাই হেদায়াত লাভ করে না। কারণ কোন বাণী কেবলমাত্র সহজবোধ্য হলেই যে, সকল শ্বেতা তা মেনে নেবে এমন কোন কথা নেই। সঠিক পথের সন্ধান লাভ ও পথদ্রষ্ট হওয়ার মূল সূত্র রয়েছে আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে চান নিজের বাণীর সাহায্যে সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং যার জন্য চান না সে হিদায়াত পায় না। আয়াতের শেষে আল্লাহর দু'টি মহান গুণের উল্লেখ করা হয়েছে, বলা হয়েছে, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।

এ দুটি গুণবাচক নাম এখানে উল্লেখ করার পিছনে বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। যার অর্থ, লোকেরা নিজে নিজেই সৎপথ লাভ করবে বা পথদ্রষ্ট হয়ে যাবে, এটা সম্ভব নয়। কোন যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই তিনি যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করবেন এবং যাকে ইচ্ছা অযথা পথদ্রষ্ট করবেন এটা তাঁর রীতি নয়। কর্তৃত্বশীল ও বিজয়ী হওয়ার সাথে সাথে তিনি জ্ঞানী এবং প্রজ্ঞাও। তাঁর কাছ থেকে কোন ব্যক্তি যুক্তিসংগত কারণেই হেদায়াত লাভ করে। আর যে ব্যক্তিকে সঠিক পথ থেকে বঞ্চিত করে দ্রষ্টতার মধ্যে ছেড়ে দেয়া হয় সে নিজেই নিজের দ্রষ্টতাপ্রীতির কারণে এহেন আচরণ লাভের অধিকারী হয়। [দেখুন, সা' দী]

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَذَكَرَهُمْ ۝ : ۧ۸  
بِأَيِّمِ اللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

৫. আর অবশ্যই আমরা মুসাকে আমাদের নিদর্শনসহ পাঠিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, আপনার সম্প্রদায়কে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসুন, এবং তাদেরকে আল্লাহর দিনগুলোর দ্বারা উপদেশ দিন। এতে তো নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

হে মুহাম্মাদ! যেমন আমি তোমাকে তোমার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছি এবং কিতাব দিয়েছি যাতে তুমি স্বীয় সম্প্রদায়কে কুফরী ও শিরকের অন্ধকার থেকে ঈমানের আলোর দিকে বের করে আনো, তেমনই আমি মুসাকে

মু' জিয়া ও দলীল-প্রমাণ দিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছি, যেন সে তাদেরকে কুফরী ও অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে বের করে ঈমানের আলো দান করে।

এ আয়াতে বলা হয়েছেঃ আমি মূসা আলাইহিস সালাম-কে আয়াত দিয়ে প্রেরণ করেছি, যাতে তিনি স্বজাতিকে কুফর ও গোনাহর অন্ধকার থেকে দাওয়াত দিয়ে ঈমান ও আনুগত্যের আলোতে নিয়ে আসে। [বাগভী] এখানে আয়াত শব্দের অর্থ তাওরাতের আয়াতও হতে পারে। কারণ, সেগুলো নাযিল করার উদ্দেশ্যই ছিল সত্যের আলো ছড়ানো। আয়াতের অন্য অর্থ মু'জিয়াও হয়। এখানে এ অর্থও উদ্দিষ্ট হতে পারে। [ফাতহুল কাদীর] মুজাহিদ বলেন, এখানে নয়টি বিশেষ নিদর্শন উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [ইবন কাসীর] মূসা আলাইহিস সালাম-কে আল্লাহ তা'আলা ন' টি মু'জিয়া বিশেষভাবে দান করেন।

এ আয়াতে 'কাওম' তথা "সম্প্রদায়" শব্দ ব্যবহার করে নিজ কওমকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়বস্তুটিই যখন আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করে বর্ণনা করা হয়েছে, তখন সেখানে 'কওম' শব্দের পরিবর্তে ناس (মানুষ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ (لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) এতে ইঙ্গিত আছে যে, মূসা আলাইহিস সালাম শুধু বনী ইসরাঈল ও মিসরীয় জাতির প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন, অপরদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়াত সমগ্র মানুষের জন্য।

এরপর আল্লাহ তা'আলা মূসা আলাইহিস সালাম-কে নির্দেশ দেন যে, স্বজাতিকে 'আইয়্যামুল্লাহ' স্মরণ করান। কিন্তু আইয়্যামুল্লাহ কি? أيام শব্দটি يوم এর বহুবচন, এর অর্থ দিন। (أَيَّامُ اللَّهِ) শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন শাস্তির দিনগুলো, যেমন কাওমে নূহ, আদ ও সামুদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার ঘটনাবলী। [ফাতহুল কাদীর] এসব ঘটনায় বিরাট জাতিসমূহের ভাগ্য ওলট-পালট হয়ে গেছে এবং তারা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় আইয়্যামুল্লাহ স্মরণ করানোর উদ্দেশ্য হবে, এসব জাতির কুফরের অশুভ পরিণতির ভয় প্রদর্শন করা এবং হুশিয়ার করা। 'আইয়্যামুল্লাহ' র অপর অর্থ আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত ও অনুগ্রহও হয়।

এ জাতির উপর আল্লাহর যেসব নেয়ামত দিবারাত্র বর্ষিত হয় এবং যেসব বিশেষ নেয়ামত তাদেরকে দান করা হয়েছে, সেগুলো স্মরণ করিয়ে আল্লাহর আনুগত্য ও তাওহীদের দিকে আহ্বান করুন; উদাহরণতঃ তীহ উপত্যকায় তাদের মাথার উপর মেঘের ছায়া, আহ্বারের জন্য মান্না ও সালওয়ার অবতরণ, পানীয় জলের প্রয়োজনে পাথর থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি। [ইবন কাসীর] এগুলো স্মরণ করানোর লক্ষ্য হবে এই যে, ভাল মানুষকে যখন কোন অনুগ্রহদাতার অনুগ্রহ স্মরণ করানো হয়, তখন সে বিরোধিতা ও অবাধ্যতা করতে লজ্জা বোধ করে। এখানে দু' টি অর্থই উদ্দেশ্য হতে পারে। বিশেষ করে হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "একদিন মূসা আলাইহিসসালাম তার কাওমকে আইয়্যামুল্লাহ বিপদাপদ।" [মুসলিমঃ ২৩৮০]

এখানে آیات-এর অর্থ নিদর্শন ও প্রমাণাদি। অর্থাৎ এসব ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে এমন সব নিদর্শন রয়েছে যার মাধ্যমে এক ব্যক্তি আল্লাহর একত্ববাদ ও তার ক্ষমতাবান হওয়ার সত্যতা ও নির্ভুলতার প্রমাণ পেতে পারে। [ফাতহুল কাদীর] এ সংগে এ সত্যের পক্ষেও অসংখ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারে যে, প্রতিদানের বিধান পুরোপুরি হক এবং তার দাবী পূরণ করার জন্য অন্য একটি জগত অর্থাৎ আখেরাতের জগত অপরিহার্য।



বিশেষ নেয়ামতটি স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য মূসা আলাইহিস সালাম-কে আদেশ দেয়া হয়। মূসা আলাইহিস সালাম-এর পূর্বে ফিরআউন বনী-ইসরাঈলকে অবৈধভাবে দাসে পরিণত করে রেখেছিল। এরপর এসব দাসের সাথেও মানবোচিত ব্যবহার করা হত না। তাদের ছেলে সন্তানকে জন্মগ্রহণের পরই হত্যা করা হত এবং শুধু কন্যাদেরকে খেদমতের জন্য লালন-পালন করা হত।

মূসা আলাইহিস সালাম-কে প্রেরণের পর তার দোআয় আল্লাহ তাআলা বনী-ইসরাঈলকে ফিরআউনের কবল থেকে মুক্তি দান করেন। সুতরাং একদিক থেকে তা তাদের পরীক্ষা ছিল অপর দিক থেকে সে পরীক্ষা থেকে মুক্তি দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিরাট নেয়ামত প্রদান করেন। উভয় অর্থটিই এখানে উদ্দেশ্য হতে পারে। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, “আর আমরা তাদেরকে মঙ্গল ও অমঙ্গল দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।” [সূরা আল-আরাফ: ১৬৮] [দেখুন, ইবন কাসীর]